

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হতে বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১। ভাষা কী?

- (ক) শব্দের গঠন
- (খ) ধ্বনির উচ্চারণ
- (গ) ভাবের বাহন *
- (ঘ) বাক্যের উচ্চারণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ভাষা হচ্ছে ভাবের বাহন। বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে বাষা বলে।

- বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিনহাজার ভাষা প্রচলিত আছে।
- ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলার অবস্থান পৃথিবীতে ৫ম (বর্তমানে ৬ষ্ঠ)

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণি)।

২। ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায়

বাংলা ভাষা বিশ্বের কততম প্রধান ভাষা?

- (ক) ষষ্ঠ
- (খ) সপ্তম *
- (গ) অষ্টম
- (ঘ) নবম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ব্যবহারকারীর দিক হতে বিশ্বে বাংলা ভাষা ৭ম প্রধান ভাষা।

- ভাষাভাষী সংখ্যার দিক হতে পৃথিবীতে ৬ষ্ঠ।
- পৃথিবীর প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।
- বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যার বিহার, ঝাড়খণ্ডসহ অনেক এলাকার মানুষ বাংলায় কথা বলে।

৩। ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?

- (ক) ৩টি
- (খ) ৪টি *
- (গ) ৫টি
- (ঘ) ৬টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ভাষার মৌলিক অংশ ৪টি। তা হলো- ১। ধ্বনি, ২। শব্দ, ৩। অর্থ এবং ৪। বাক্য।

- ভাষার মূল উপকরণ হচ্ছে- বাক্য এবং ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।

৪। প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ হলো-

- (ক) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য *
- (খ) ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ
- (গ) শব্দ, বাক্য, সমাস
- (ঘ) উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ভাষার তিনটি মৌলিক অংশ হলো ধ্বনি, শব্দ, বাক্য।

- ধ্বনি: ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মোট ৩৭টি ধ্বনি রয়েছে।
- শব্দ: এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে শব্দ গঠিত হয়।
- বাক্য: এক বা একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত পূর্ণ অর্থবোধক একককে বাক্য বলে। সাধারণ বাক্যের তিনটি অংশ থাকে-কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া।

৫। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় কোন ভাষা?

- (ক) সংস্কৃত
- (খ) অহমিয়া *
- (গ) ব্রাহ্মী
- (ঘ) সংকর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় হলো অহমিয়া।

- প্রাকৃত হতে বাংলা ভাষা এসেছে।
- ব্রাহ্মী লিপি হতে বাংলা লিপির উৎপত্তি হয়েছে।

৬। সাধুভাষা পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-

- (ক) রাজা রামমোহন রায় *
- (খ) রাজা শশাঙ্ক
- (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- (ঘ) অক্ষয় কুমার দত্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক,

গবেষক, তিনি সতীদাহ প্রথা বিলোপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

- শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ও প্রথম স্বাধীন বাঙালি নৃপতি।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। এছাড়াও তিনি বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন করেন ও বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের প্রচলন করেন।

৭। ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি?

- (ক) বক্তৃতার রীতি
- (খ) লেখার রীতি
- (গ) কথা বলার রীতি
- (ঘ) লেখা ও বলার রীতি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ভাষার মৌলিক রীতি কথা বলার রীতি। এছাড়াও লেখার রীতি হচ্ছে ভাষার লিখিত রূপ। বাংলা ভাষার দুইটি রীতি বিদ্যমান- ১। কথ্য ভাষা রীতি ও ২। লেখ্য ভাষা রীতি। এছাড়াও আঞ্চলিক কথ্য রীতি, আদর্শ কথ্যরীতি রয়েছে।

৮। ভাষার কোন রীতি কৃত্রিমতা বর্জিত?

- (ক) কথ্য রীতি
- (খ) সাধু রীতি
- (গ) চলিত রীতি *
- (ঘ) আঞ্চলিক রীতি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চলিত ভাষার রীতিতে কৃত্রিমতা গ্রহণ করে না।
- চলিত রীতিতে তৎসম শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
- ২১ শতকের সূচনাকালে চলিত রীতির নতুন নাম হয় প্রমিত রীতি।
- চলিত রীতি 'মান রীতি' নামে পরিচিত।
- চলিত রীতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সব শব্দ ব্যবহার করা যায়।

৯। বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি?

- (ক) ২টি *
- (খ) ৩টি
- (গ) ৪টি
- (ঘ) ৫টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ ২টি। কথ্যরীতি ও লেখ্যরীতি।

- কথ্যরীতি: কথ্য ভাষা রীতি ভাষার মূল রূপ।

- স্থানকালে পাত্রভেদে কথ্যরীতি পরিবর্তনশীল।
- কথ্য রীতির ফলে নতুন নতুন ভাষা ও উপভাষার জন্ম হয়।
- লিখিত রীতির আদি নিদর্শনের নাম চর্যাপদ।
- প্রায়- ১ হাজার বছর আগে লেখ্য বাংলা ভাষার কাব্যরীতিতে চলে আসে।

১০। উপভাষা কোনটি?

- (ক) সাহিত্যের ভাষা
- (খ) পাঠ্যপুস্তকের ভাষা
- (গ) অঞ্চল বিশেষের মানুষের ভাষা *
- (ঘ) লেখ্য ভাষা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপভাষা হলো অঞ্চল বিশেষের মানুষের ভাষা।
- একেক অঞ্চলের একেক রকম উপভাষা ব্যবহার করা হয়।
- বাঙালি, পূর্বী, বরেন্দ্রি, কামরূপি, রূড়ি ইত্যাদি উপভাষা বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহার করা হয়।
- সাহিত্যের ভাষা বলতে সাধারণত সাহিত্যে যে সকল ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে বুঝায়।
- উপভাষা দেশের মধ্যে কোনো বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে।

১১। উহা কোন রীতির শব্দ?

- (ক) সাধু *
- (খ) চলিত
- (গ) উভয়রীতি
- (ঘ) আঞ্চলিক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উহা হচ্ছে সাধু রীতির শব্দ।
- উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধুরীতির বিকাশ ঘটে।
- সাধু রীতিতে ক্রিয়াপদ দীর্ঘতর হয়।
- সাধু রীতিতে সর্বনামে 'হ' বর্ণ যুক্ত থাকে। যেমন - তাহারা, ইহাদের, যাহা, তাহা ইত্যাদি।
- সাধুরীতি কেবল লেখ্য ভাষায় ব্যবহারযোগ্য।
- সাধুরীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।
- এটি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী।

১২। 'বাঙালি' উপভাষা অঞ্চল কোনটি?

- (ক) নদীয়া
- (খ) ত্রিপুরা
- (গ) পুরুলিয়া
- (ঘ) বরিশাল *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাঙ্গালি উপভাষা অঞ্চল বরিশাল।
- পূর্বি উপভাষা অঞ্চল- বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল, ত্রিপুরা ও আসামের বরাক অঞ্চল।
- বরেন্দ্রি: বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।
- কামরূপি: বিহারের পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চল।
- রাঢ়ি: পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি অঞ্চল।

১৩। চলিত ভাষার আনুষ্ঠানিক প্রচলন হয় কত সালে ?

- (ক) ১৫৫৪ সালে
- (খ) ১৯১৪ সালে *
- (গ) ১৮১৪ সালে
- (ঘ) ১৯৫৪ সালে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চলিত ভাষার আনুষ্ঠানিক প্রচলন ১৯১৪ সালে।
- চলিত ভাষার আরেক নাম প্রমিত ভাষা।
- চলিত ভাষাকে জীবন্ত ভাষাও বলা হয়।
- ১৯১৪ সালে দৈনিক সবুজপত্র পত্রিকার মাধ্যমে চলিত রীতির প্রবর্তন হয়।
- চলিত ভাষার প্রবর্তক বলা হয় প্রমথ চৌধুরীকে।

১৪। কোন ভাষায় সাহিত্যের গান্ধীর্ষ ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?

- (ক) কথ্য ভাষা
- (খ) সাধু ভাষা *
- (গ) আঞ্চলিক ভাষা
- (ঘ) চলিত ভাষা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধুভাষায় সাহিত্যের গান্ধীর্ষ ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়।
- বাংলা সাধু ভাষার জনক- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ১৮০০ শতকের দিকে সাধু ভাষার আবির্ভাব হয়।
- সাধু শব্দের অর্থ শিষ্ট, মার্জিত বা ভদ্ররীতি সঙ্গত।
- রাজা রামমোহন রায় তার বেদান্ত গ্রন্থে প্রথম সাধু ভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

১৫। সাধু রীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?

- (ক) বিশেষ্য
- (খ) সর্বনাম
- (গ) অব্যয় *
- (ঘ) ক্রিয়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধুরীতিতে অব্যয় পদের দীর্ঘরূপ হয় না।
- সাধুরীতিতে ক্রিয়ারূপ দীর্ঘতর হয়। যেমন- করা ক্রিয়ার রূপ করিতেছে, করিয়াছে, করিল ইত্যাদি।
- সাধুরীতিতে সর্বনামে 'হ' যুক্ত হয়। যেমন: তারা – তাহারা, ইহা – ইহারা, ইহাদের।
- সাধু ভাষায় বিশেষ্য পদের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

১৬। ব্যাকরণ কৌমুদী কার লেখা?

- (ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *
- (খ) ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
- (গ) রাজা রামমোহন রায়
- (ঘ) জগদীশ চন্দ্র ঘোষ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যাকরণ কৌমুদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা।
- বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচিত গ্রন্থ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য'।
- বাঙালা ব্যাকরণ নামে ব্যাকরণ রচনা করেন ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ।
- গৌড়ীয় ব্যাকরণ, রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক রচিত হয়- (১৮৩৩)। এটি ১৮২৬ সালে প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।
- জগদীশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়।

১৭। ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নামই—

- (ক) সন্ধি
- (খ) সমাস
- (গ) উক্তি
- (ঘ) ব্যাকরণ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম 'শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নামই হচ্ছে ব্যাকরণ।
- ব্যাকরণকে ভাষার আইন বলা হয়।

- ব্যাকরণ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। (বি + আ + কৃ + অন) এর বিশেষিত রূপ।
- সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি।
- সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ করা। একাধিক পদকে একাপদে একত্রীকরণের নাম সমাস।

১৮। পাণিনি কে ছিলেন?

- (ক) ভাষাবিদ
- (খ) ঋগ্বেদবিদ
- (গ) বৈয়াকরণিক *
- (ঘ) ঔপন্যাসিক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাণিনি ছিলেন একজন বৈয়াকরণিক।
- তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গান্ধার রাজ্যের পুষ্কলাবতী নগরীতে বিদ্যমান ছিলেন।
- পাণিনি খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাকিস্তানের লাহোরে শালাতুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- অষ্টাধ্যায়ী, লিঙ্গানুশাসন নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের জন্য তিনি বিখ্যাত।

১৯। Morphology বঙ্গানুবাদ হলো—

- (ক) রূপতত্ত্ব *
- (খ) ধ্বনিতত্ত্ব
- (গ) অর্থতত্ত্ব

(ঘ) বাক্যতত্ত্ব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Morphology বাংলা/বঙ্গানুবাদ হলো রূপতত্ত্ব।
- ধ্বনিতত্ত্বের বঙ্গানুবাদ হলো— phonology.
- বাক্যতত্ত্বের বঙ্গানুবাদ হলো— Syntax. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম পদক্রম।
- অর্থতত্ত্বের বঙ্গানুবাদ হলো Semantics.

২০। কোনটি বাংলা ব্যাকরণের শাখা নয়—

- (ক) রূপতত্ত্ব
- (খ) ধ্বনিতত্ত্ব
- (গ) ভাষাতত্ত্ব *
- (ঘ) অর্থতত্ত্ব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ভাষা বাংলা ব্যাকরণের অংশ নয়।

- ভাষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যগবেষণা ও তত্ত্ব উদ্ধার অধ্যাৎ ভাষার বৈজ্ঞানিক পঠন পাঠনই হলে ভাষাতত্ত্ব।
- শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলে রূপ। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দ তত্ত্বকে রূপতত্ত্ব বলা হয়।
- ধ্বনির যাবতীয় বিষয় আলোচনা করা হয় ধ্বনিতত্ত্ব।
- অর্থতত্ত্বে আলোচনা করা হয় ভাষার বিভিন্ন রকম অর্থ, বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, বাগধারা ইত্যাদি।